সাত রঙের রামধনু

বিজিত ঘোষ

পঞ্চাশ বছর পূর্তি
সংবর্ধনা গ্রন্থ

মন্টু মিত্র

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা ৯-১০

দ্বিতীয় অধ্যায় : ভ্রমণসাহিত্য এবং ১১-১২

তৃতীয় অধ্যায় : কবি ও ছড়াকার বিজিত ঘোষ ১৩-৪১

চতুর্থ অধ্যায় : গল্প-উপন্যাসে বিজিত ঘোষ ৪২-৪৯

পঞ্চম অধ্যায় : সম্পাদক বিজিত ঘোষ ৫০-৫২

ষষ্ঠ অধ্যায় : প্রাবন্ধিক বিজিত ঘোষ ৫৩-৬৭

সপ্তম অধ্যায় : উপসংহার ৬৮-৬৯

পরিশিষ্ট : ১ : গ্রন্থ-সম্পাদনা ৭০-১১৬

- বিজিত ঘোষ সম্পাদিত 'সত্যজিৎ প্রতিভা' ('নানারূপে সত্যজিৎ') সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অভিমত
- 'নকশাল আন্দোলনের গল্প' সম্পর্কে...
- 'বাংলার ছোটোগল্প' (১-১২ খণ্ড) সম্পর্কে...
- 'প্রমীলা গল্প সংগ্রহ' সম্পর্কে...

পরিশিষ্ট : ২ : পত্রিকা-সম্পাদনা ১১৭-১৩০

- বিজিত ঘোষ সম্পাদিত 'উষা' পত্রিকা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অভিমত
- 'মুক্তমন' সম্পর্কে...
- 'শ্রীরামপুর কলেজ পত্রিকা' (১৯৯৩, '৯৪, '৯৫ ও ২০০৮) সম্পর্কে...
- 'সঙ্ঘম' পত্রিকা সম্পর্কে...

পরিশিষ্ট : ৩ : অন্যান্য গ্রন্থাবলী ১৩১-১৬২

- 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' ('সংস্কৃত সাহিত্যের পঞ্চপ্রদীপ'/ 'কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য') গ্রন্থটি সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অভিমত
- 'বাংলা ছোটোগল্পে প্রতিবাদী চেতনা (১৮৯১-২০০০)' গ্রন্থটি সম্পর্কে...
- বিজিত ঘোষের কবিতা সম্পর্কে...
- 'স্মরণীয় যাঁরা' সম্পর্কে...
- 'ইচ্ছেখুশি' ও 'এলাটিং বেলাটিং সই লো' সম্পর্কে...
- বিজিত ঘোষের গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে...

পরিশিষ্ট : ৪ : পুরস্কার/ আমন্ত্রণ... ১৬৩-১৬৮

- কলকাতা দূরদর্শন এবং আকাশবাণী কোলকাতা বেতারকেন্দ্রের আমন্ত্রণে নানাবিধ কথিকা ও স্বরচিত কবিতা-পাঠ

- গল্পমেলা পুরস্কার
- বর্ণালী পুরস্কার
- বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক
- সাহিত্য তোতা সম্মান
- সেরা গল্পকার পুরস্কার
- কেরি সাহেবের মসনদে

পরিশিষ্ট : ৫ : বিজিত ঘোষের লেখালিখির তালিকা এবং তাঁর নানা পুরস্কার-প্রাপ্তি সহ অন্যান্য তথ্য ১৬৯-২৪৮

- প্রকাশিত গ্রন্থাবলি : প্রকাশনা ও প্রকাশকাল
- প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সার-সংক্ষেপ
- গবেষণামূলক প্রবন্ধের তালিকা : পত্রিকা ও প্রকাশকাল
- গ্রন্থ-সমালোচনার তালিকা : পত্রিকা ও প্রকাশকাল
- লিমেরিক, কবিতা, ছড়া : পত্রিকা ও প্রকাশকাল
- গ্রন্থে, দৈনিকে, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসের তালিকা
- রম্যরচনা, ফিচার, সাক্ষাৎকার, সংবাদ, চিঠিপত্র ইত্যাদি: পত্রিকা ও প্রকাশকাল
- বিজিত ঘোষ এবং তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অভিমতের তালিকা
- গবেষণা, আলোচনা, পুরস্কার, পত্র-পত্রিকা, আমন্ত্রিত-বক্তা, সেমিনার ইত্যাদিতে...
- ড. বিজিত ঘোষ রচিত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সহায়ক গ্রন্থাবলীর সার-সংক্ষেপ
- বিজিত ঘোষের গ্রন্থাবলীর বিষয়-ভিত্তিক তালিকা
- একনজরে : বিজিত ঘোষ রচিত/সম্পাদিত গ্রন্থাবলী : কোন্ সালে কোন্ বই
- বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিজিত ঘোষের উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া, লিমেরিক, রম্যরচনা, ফিচার, সাক্ষাৎকার, সংবাদ, চিঠিপত্র ইত্যাদি ; যে-গুলির উল্লেখ এই গ্রন্থে করা হয়েছে, শুধুমাত্র সেইসব পত্র-পত্রিকা ও সম্পাদকদের নামের তালিকা
- বিজিত ঘোষ রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর প্রচ্ছদের ছবি
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত স্বর্ণপদক, ড. উইলিয়াম কেরীর শ্রীরামপুর কলেজ, স্বামী বিবেকানন্দের বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলার (২০০৮) এবং অন্যান্য কয়েকটা ছবি

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

ভূমিকা

'প্রাবন্ধিক অলোক রায়'-গ্রন্থটি লিখতে গিয়ে বলেছিলাম যে, তিনি দশ জন পণ্ডিত লেখকের মধ্যে পড়েন। বাকি ন'জনের নাম তখন বলিনি। এখন আমার আলোচ্য ড. বিজিত ঘোষ-এর যে সৃষ্টি-ঐশ্বর্য, তা কিন্তু ওই ন-জনের মধ্যে ধরা নেই। যত পড়ছি, যত দেখছি — একটা বিস্ময়ে অভিভূত হচ্ছি বারবার। সেই দশ বছর থেকেই তার লেখালেখি চলছে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় তা ছাপা হয়েই চলেছে। বিরাম নেই। হওয়ার কথাও নয়। তিনি পণ্ডিত। একাদশ (আমার কাছে/ ব্যক্তিগত নির্বাচন)। ড. বিজিত ঘোষ অবশ্যই একজন নামকরা প্রাবন্ধিক। কিন্তু, তার সৃষ্টিকর্ম অন্যদিকেও প্রসারিত। তিনি গল্প লেখেন, উপন্যাস লেখেন, কবিতা লেখেন। সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু নামিদামী পত্র পত্রিকায় তার কবিতা পড়ে এক অন্যরকম স্বাদে আস্বাদিত হলাম।

ড. বিজিত ঘোষের মেধাবী সান্নিধ্যে 'পুনশ্চ' প্রকাশনা থেকে ২০০২ সালে কলকাতা বইমেলায় প্রকাশ পেয়েছিল 'বাংলার ছোটোগল্প' (১০খণ্ডে সম্পূর্ণ ৪০০টি গল্পের সংকলন)। ড. বিজিত ঘোষের সুসম্পাদনায় এবং আবারও বলছি, মেধাবী সান্নিধ্যে 'বাংলার ছোটোগল্প' যে কী জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং কী রকম ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছে, তা 'পুনশ্চ'র কর্ণধাররাই জানেন ভালো করে। হয়তো সব লেখকের লেখা উনি হাতে পাননি বা তা পাওয়াও খুব কঠিন কাজ। কিন্তু, নিরপেক্ষ বিচারে তিনি যে সব গল্পকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, তা বাংলা সাহিত্যের অহংকার বলা যেতে পারে। এই নিরপেক্ষ কাজের জন্য 'আনন্দ পাবলিশার্স'-এর বাদল বসু এবং সাহিত্যিক সুনীল গাঙ্গুলীও তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন কলকাতা বইমেলায় ইউ.বি.আই. অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত একটা সেমিনারে। আমরাও দেখেছি এই দশম খণ্ড সংবলিত ছোটোগল্পের সংকলনে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অতি অখ্যাত (অথচ ভালো গল্প লেখেন) গল্পকার আশুতোষ দেবনাথের গল্পও স্থান পেয়েছে। আসলে সুসম্পাদনার জন্যই তিনি লেখককে নির্বাচিত করেছেন তার সৃষ্টির গুণাগুণ দেখেই। তিনি নিজেও বলেছেন যে, আমি

এই দশম খণ্ডের বেশিরভাগ লেখককেই চিনি না। শুধুমাত্র তাদের ভালো গল্পগুলি বেছে নিয়েই (যেগুলো আমার পড়া ছিল) সংকলন করেছি। এইভাবেই একটা ধারণা গড়ে উঠেছে তাঁর সম্বন্ধে। তাঁর স্বরচিত ও সম্পাদিত লেখাগুলি পড়ে আমার ব্যক্তিগত ধারণা উজাড় করতে চাই কিছু লেখালেখির মাধ্যমে। সুবর্ণরেখার আলপনার মতন সেইসব মেধাবী লেখা আমাকে কী করে আকৃষ্ট করল, কেনই বা আকৃষ্ট করল, তারই ইতিহাস হবে এই ড. বিজিত ঘোষের সৃষ্টির আলোচনা।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

ভ্রমণসাহিত্য এবং

'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্যের মধ্যে একটা বিখ্যাত পত্রিকা। এখানেই প্রকাশিত হয়েছিল (সচিত্র প্রচ্ছদ কাহিনি, ২৩ নভেম্বর, ১৯৮৫ ; সম্পাদক : চিরন্তন মুখোপাধ্যায়) বিজিত ঘোষের 'শিহরিত শিকার : অযোধ্যা পাহাড়' ভ্রমণ-কাহিনিটি। যদিও এই লেখাটি পড়ে ভ্রমণের আনন্দ-র থেকে একটি এলাকার মানুষের কথা আমাকে বিশেষভাবে টেনে ধরল। "...ট্রেন ভরতি আদিবাসীরা সব যাচ্ছিল পুরুলিয়ায়। অযোধ্যা পাহাড়ে। বুদ্ধ-পূর্ণিমার রাতে। শিকারের জন্য। প্রতিবছর এই বিশেষ দিনটাতে অবাধে পশু শিকার হয় অযোধ্যায়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দেড়-দুলাখ আদিবাসী এদিন শিকারে আসে। সারাদিন চলে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের পিছনে ছোটাছুটি। তবে সকলেই যে কিছু না কিছু শিকার পায় তা নয়। কেউ কেউ পায়। পায়নাও অনেকেই। আর পশুরাই যে শুধু শিকার হয় তা নয়। সুযোগ পেলে পশুরাও শিকার করে।" আবার, পরবর্তী পর্যায়ে জানতে পারি লক্ষ্মণ হেমব্রম্-এর কথা। লেখকের কথায়—"...লক্ষ্মণ ভারী খোস মেজাজের মানুষ। নিজেদের রামচন্দ্রের বংশধর বলে মনে করে। রাম তীর-ধনুক নিয়ে বনে বনে বেড়িয়েছে। তীরধনুক তাকে বাঁচিয়েছে। তাই এদের জন্মের সময় মাথার কাছে তীর রাখা হয়। এ-কারণে এরা সবকিছু শিকার করলেও বানর শিকার করে না। যেহেতু বানর জাতের দ্বারা রাম বিশেষ ভাবে উপকৃত। এরা রাম লক্ষ্মণকে স্মরণ করে ও শিকারের দেবতা মারাংবুরুকে স্মরণ করে শিকারে বেরোয়।" ভ্রমণ মানে শুধু শুধু গাছপালার বিবরণ নয়। নদী বা প্রাকৃতিক সম্পদের কথা নয়। মানুষ কীভাবে তাকে ব্যবহার করছে। কী সেই ইতিহাস—এ সবই ডিটেলের দ্বারা লেখক বিজিত ঘোষ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এখানেই তো চমৎকারিত্ব। এখানেই তো তিনি অন্যদের থেকে আলাদা। এই লেখাটি আরও বিস্তৃত আকারে প্রকাশ পেয়েছিল 'দৈনিক বসুমতী'-র পর-পর দু'টি রবিবারে (০৪.০৮ ও ১১.০৮.১৯৮৫-তে)।

লেখক বিজিত ঘোষ অনেক সময়েই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের গঠনমূলক দিকটিকে সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। যেমন, মনে রাখার মতন 'নরেন্দ্রপুরে বার্ষিক উৎসব ও প্রদর্শনী' (কম্পাস/৬ মার্চ, ১৯৮২), 'রিষড়ার সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা' (পাক্ষিক

বসুমতী/ ১ আগস্ট, ১৯৯৩), 'নৃত্য-গীত-লোকগানের ভিন্ন স্বাদের আসর' (গণশক্তি, ৩ আগস্ট, ১৯৯৩), 'কিশোর সংগঠনীর ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৌড়ে দীর্ঘ লম্ফনে রণজিৎ মণ্ডলের কৃতিত্ব' (বর্তমান ভারত/ ২ মার্চ, ১৯৮৪), 'টাকি কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' (বর্তমান ভারত / ২ নভেম্বর, ১৯৮৪), 'রিষড়া রবীন্দ্রভবনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা'—(গ্রামীণ সংস্কৃতি/ ওভারল্যাণ্ড, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩), 'প্রতিবন্ধীদের কাজের সুযোগ বাড়ছে' (স্বাবলম্বী/ সংবাদ প্রতিদিন, ২০ জুলাই, ১৯৯৪) ইত্যাদি। আবার দেখা যায় টাকি কলেজের ব্যাপারে লেখকের একটা বিশেষ আকর্ষণ সব সময়েই বিরাজ করছে। ওই কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন কাগজে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন—'যুগান্তর', 'জল জঙ্গল', 'আজকাল', 'প্রতিদিন', 'সত্যযুগ', 'ভারতকথা' প্রভৃতি পত্রিকা-য়।

হুগলি জেলার তরুণ জাদুকর দুর্লভ কুমারও বাদ যায় না ড. বিজিতবাবুর দৃষ্টিকোণ থেকে। যেখানে যা কিছু ভালো, তার জন্য রয়েছেন তিনি। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বনফুলের দুটি অপ্রকাশিত রচনাও (ছড়া) তার দৃষ্টি এড়ায় না। সে দুটি নিশ্চয়ই উদ্ধৃতযোগ্য—

সাপের ভয়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাপ, সে কেউটে হোক না হোক সে সাপ
তাকে যেন অবহেলা করিস্ নে বাপ।
তবে এও বলে রাখি তোকে,
ভয় পেলে যাবি ঠকে;
সাপ হয়ে যায় কেঁচো
দু-পেয়ের লাঠির দাপটে।

ফুল

বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)

ওগো ফুল, কাল ছিলে
আজ গেলে ঝরে?
ফুল কয়, ঝরি নাই,
আছি আমি কুঁড়ির ভিতরে।

(উপরিউক্ত দুটি ছড়াই লেখক কর্তৃক সম্পাদিত 'উষা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।)

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

কবি ও ছড়াকার বিজিত ঘোষ

বিজিত ঘোষ কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কে নিয়ে লিখেছিলেন কবিতা "বর্ণালী" পত্রিকায়। কবিতাটি পড়তে গিয়েই হোঁচট খেতে হয় আধুনিক সমাজের ভাঁড়ামো দেখে। লিখলেন—

ছাপার ব্যবসাকে হঠাৎ রমরমা করতে
গুণী বিতর্কিত মানুষের মৃত্যু একান্ত জরুরি
আর গুণী মানুষটি যদি রাগী এবং কবি হন
বোকার মতো বিশেষ ক্ষমতাবান প্রকাশক গোষ্ঠীর কাছে মাথা না নোয়ান,
অন্তত জীবদ্দশায় বিখ্যাত করে দেওয়ার প্রচার-সিঁড়ি যাদের হাতে
তাহলে পরবর্তীকালে সেই কবিকে নিয়ে বেশ জমানো যায়।

এই "বর্ণালী" পত্রিকায় (সম্পাদক : প্রবীর ঘোষ, বসিরহাট) একসময় তিনি অনেক কবিতাই লিখেছেন।

পরবর্তীকালে দেখেছিলাম, "শুকতারা"-য় তার 'ফোঁড়া' নামক ছড়াটিকে। ছড়াটির কিছু অংশ তুলে ধরলে বোঝা যায় ব্যাপারটি।

ও দিদিভাই অমনি করে
ওদিক কেন ফিরে।
মামার বাড়ি যাচ্ছি বলে
রাগ করছিস্ কী রে?

... .

গাল ফুললেই ফোঁড়া নাকি!
কেনই বা তা হবে?
ঠেলে দিয়ে দিদি কেন
পালিয়ে গেল তবে?
টোপা কুলের কথা পিকুর
পড়লো মনে যেই,
ইস্কুল-ব্যাগ হাতড়ে দ্যাখে
একটি কুলও নেই।

এই অপূর্ব ছড়াটি পরবর্তীকালে 'ছেলেবেলা'-তেও (জুলাই ২০১২, সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী) প্রকাশ পায়।

'শুকতারা'-য় একের পর এক ছাপা হয় 'লিমেরিক', 'অরবিন্দ', 'আজগুবি কাণ্ড' কবিতা এবং ছড়াগুলি। পড়ে ফেলা যায় "প্রতিদিন" পত্রিকায় 'কানামাছি', 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'রোজ নামতা' কিংবা 'সত্যযুগ' পত্রিকায় 'ফোঁড়া' ছড়াগুলো।

ছোটোদের সাপ্তাহিক "ছেলেবেলা" পত্রিকায় দশ বছরের বালক বিজিত ঘোষের ছড়া 'শীতের চাদর' একবার যে পড়বে, বারবার তার পড়তে ইচ্ছে করবে। ছড়ার মধ্যে ছবি। ছড়ার মধ্যে গল্প। কী করুণ গল্প। এটি উদ্ধৃত করতেই হবে—

সাঁইপালার পিছন দিকে
ভাঙ্গা একটা ঘরে,
সাত জনে অনেক কষ্টে
বাস সেখানে করে।
গৌর, নিতাই দু-ভাই ছাড়া
আর আছে পাঁচ জন,
তাদের মধ্যে মা-বাপ বাদে
বাকিগুলো সব বোন।
নিতাই গৌর রিক্সা চালায়
হয় তাতে বেশ আয়,
কিন্তু এই পরিবারেই
সব হয়ে যায় ব্যয়।
বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়ায়
ভাবছে এখন তারা,
শীতের পোষাক না পরলে
যায় না তো আয় করা।
রাতে সেদিন দু'ভাই মিলে
অনেক কথা ভাবে,
কি করে যে আর একটু
আয় বাড়ানো যাবে।
ভোর না হতেই দু'ভাই এখন
রিক্সা টান্‌তে যায়,
রিক্সা টেনে বাড়ি ফেরে
ছেঁড়া জামা গায়।

দুদিন বাদে কাঁপতে কাঁপতে
নিতাই পড়ল জ্বরে,
জ্বরের সাথে নিউমোনিয়ায়
শুয়ে রইল ঘরে।
গৌর তখন ভাবল মনে
খাটবো প্রচুর আজ,
দাদার জন্যে চাদর কিনে
আনাই প্রথম কাজ।
সারাদিনের পরিশ্রমে
আয় হলো যে টাকা
একটা চাদর কিনেই তো তার
পকেট হলো ফাঁকা।
খুশি আজ গৌর কাহার
আগেই বাড়ি আসে !
বাড়ি এসে দেখতে পেল
বোনরা ঘিরে বসে।
দূর থেকে তার দৃশ্যটা
দেখেই হলো ভয়,
দাদার আজ কি অবস্থা
শুধুই মনে হয়।
বিবাহিতা দিদি এসে
ওষুধ কিনে দিয়েছে।
সেই ওষুধে দাদা আমার
অনেক ভালো হয়েছে।
গৌর ভাবে ভালোই হলো
দাদা এবার ফিরুক বাড়ি,
দুজন মিলে জমিয়ে টাকা—
কিনব একটা নতুন গাড়ি।

শেষ পর্যন্ত করুণ রস কাটিয়ে হাসি ফোটাতে পেরেছেন কিশোর-কবি বিজিত ঘোষ। দিন আনা দিন খাওয়া একটা পরিবারের চিত্র আঁকতে ছড়াটিতে শব্দ-ব্যবহারের যোগ্যতাও ঠিক ঠিক হয়েছে। এইখানেই তো ছড়াটি অসম্ভবভাবে